WB PSC MISC (Mains) Exam. Practice Set

Papaer - I (Bengali)

Answers

১. উত্তর ঃ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতেই পরমাণুর সৃষ্টি। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে, এই উন্নত আধুনিক মানব সমাজ গঠনে সামান্য সামান্য মানুষের একক অথবা যৌথ দানও কম নয়। এইসব সাধারণ মানুষও নমস্য। জাতি বৃত্তি অবস্থা নির্বিশেষে এই বৃহত্তর মানব সমাজ সৃষ্টির মূলে প্রত্যেকেরই অবদান আছে। মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সভ্যতা। মানুষের সমষ্টিগত এই বিরাট রূপ আমাদের কাছে বরণীয়। আবার পৃথক ব্যক্তি রূপেও মানুষ প্রাণের প্রিয়। আত্মার আত্মীয়।

অ্যাচিভার্স

২. উত্তর ঃ

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার যখন কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন জ্ঞান অনুসন্ধানের উৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্য ছিল না; তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল যথার্থ বাস্তবসম্মত ও সীমিত। ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রয়োজন ছিল এদেশীয় শিক্ষিত মানুষকে সরকারের অধীনে নিম্নস্থ পদে কাজে লাগানো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রাচীন লক্ষ্যকে অতিক্রম করেছিল এবং নিজের আদর্শের লক্ষ্য 'শিক্ষার অগ্রগতি'র বিষয়কে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেছিল।

অ্যাচিভার্স

৩. উত্তর ঃ

এক দেশ, এক ভোট (One Nation, One Election) বিষয়ক প্রতিবেদন

ভারত হল পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। মানব সভ্যতার সূতিকাগার তথা মহামানবের সাগরতীর্থ ভারতবর্ষের আপামোর জনসাধারণ একের অনলে বহুর আহুতি দিয়ে এক গণতান্ত্রিক দেশ গঠনের প্রচেষ্টায় নিবিষ্টচিত্ত। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় দেশ পরিচালনার কাণ্ডারি। ভারতের মতো এতবড় বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে নির্বাচন পরিচালনা একপক্ষে খরচ স্বাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাই ভারতবর্ষের আইন প্রণেতাগণ সংবিধান সংশোধন করে এক দেশ, এক ভোট কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এক দেশ, এক ভোট (One Nation, One Election) এই নীতিকে কার্যকর করতে তৎপর হয়েছিল। এক দেশ, এক ভোট চালু হওয়া বিষয়ে পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে ২০২৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন ৮ সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই কমিটিতে যেমন রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, লোকসভার প্রাক্তন সচিব, তেমনি রয়েছেন ১৫তম ফিন্যান্স কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রাক্তন মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার সহ আরো অনেকে। আসলে এই এক দেশ, এক নির্বাচন-এর পথপ্রদর্শক ইউরোপ। বর্তমানে এই মহাদেশের অন্তত ৭টি রাষ্ট্রে এই ফর্মুলায় ভোট হয়ে থাকে। কিন্তু এই এক দেশ, এক ভোট বলতে কী বোঝায়? এই নীতি প্রণয়নে লাভ এবং ক্ষতি বা কী হতে পারে? এই নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়– এক দেশ, এক ভোট হল সারা দেশজুড়ে লোকসভা এবং সমস্ত রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। অ্যাচিভার্স সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে সংসদ ও রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন তারিখে/ধাপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেই পুরনো রীতিনীতিকে বর্জন করে আর্থিক খরচ বাঁচানো সহ অন্যান্য সুবিধার প্রয়োজনে সারা দেশজুড়ে একক সময়োপযোগী নির্বাচন আয়োজন করাই হল একযোগে নির্বাচন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ এক দেশ, এক ভোট চালু হওয়া বিষয়ক হাই লেবেল কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছে। কমিটি যে যে সুপারিশ বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেছে নীচে তা দেওয়া হল— (১) দুটি ধাপে বাস্তবায়ন করা, (২) প্রথম ধাপে: লোকসভা ও বিধানসভার একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, (৩) দ্বিতীয় ধাপে: সাধারণ নির্বাচনের ১০০ দিনের মধ্যে স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন (পঞ্চায়েত এবং পৌরসভা) পরিচালনা করা, (৪) সকল নির্বাচনের জন্য অভিন্ন ভোটার তালিকা, (৫) সারা দেশে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করতে হবে, (৬) একটি রূপায়ণকারী গোষ্ঠী গঠন করা। তবে এক দেশ, এক ভোট চালু করার কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা রয়েছে। **সুবিধাগুলি হল—** (১) এই নীতি বাস্তবায়িত হলে নির্বাচনের খরচ এবং পার্টি পরিচালনার খরচ যথেষ্ট কমবে, (২) এই নীতি দেশের প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াবে, (৩) কার্যকর হলে ভোটের আদর্শ আচরণ বিধির জন্য বারবার সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকবে না, (৪) একসঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভোটারদের ভোট দেওয়ার প্রবণতা ও ভোটের হার বাড়বে, (৫) পাঁচ বছরে একবার নির্বাচন করা হলে সমস্ত স্টেকহোল্ডার অর্থাৎ রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, আধা সামরিক বাহিনীর কর্মপ্রস্তুতির যথার্থ সময় পাবে। **অসুবিধাগুলি হল—** (১) ১৯৫১ সালের ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের পাশাপাশি অন্যান্য সংসদীয় পদ্ধতিতেও সংশোধন প্রয়োজন। একদেশ এক ভোট পদ্ধতি চালু করতে সংবিধানের বেশকিছু অনুচ্ছেদ বদলের প্রয়োজন হতে পারে, (২) একযোগে নির্বাচন হলে প্রান্তিক মানুষের

দাবিদাওয়া সেভাবে গুরুত্ব পাবে না। জাতীয় বিষয়গুলি আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠবে, (৩) এক দেশ, এক ভোট নীতি প্রণয়ন করা হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী হবে বলে রাজনীতিবিদদের একাংশের মত, (৪) বর্তমান ভোট গ্রহণের জন্য প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে একটি করে ভোটিং মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু একযোগ নির্বাচনের জন্য EVMs এবং VVPATs গুলির প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ করতে হবে, কারণ প্রতিটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দুই সেট (লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার জন্য পৃথক) করে ভোটিং মেশিন পাঠাতে হবে, (৫) একযোগ নির্বাচনের জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবস্থাপনা আরো বাড়ানো দরকার, (৬) একযোগে সরকার (দুই সরকার– কেন্দ্র ও রাজ্য) গঠিত হওয়ার পর কোনো কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের অকাল পতন ঘটলে রাজ্য প্রশাসনের ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অ্যাচিভার্স

পরিশেষে বলা যায়, এক দেশ, এক ভোট প্রয়োজন আছে কী না সে বিষয়ে ঐক্যমত হওয়া দরকার। সব রাজনৈতিক দলের উচিত এই বিষয়ে তাদের যথার্থ মতামত পোষণ করা, বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া, যাতে অদূর ভবিষ্যতে উক্ত নীতির বিষয়ে কেউ কাউকে দোষারোপ করতে না পারে।

অথবা অ্যাচিভার্স

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও বর্তমান যুবসমাজ

বর্তমান যুগ হল বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান মানুষকে আদিম যুগের প্রাচীন মনোভাব থেকে সরিয়ে এনে অর্বাচীন করে তুলেছে। একবিংশ শতাব্দীর উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের নবতম সংযোজন হল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে খুব সহজেই পৃথিবীর বহু অজানা বিষয় কয়েক মুহূর্তেই মানুষের হাতের মুঠোয় চলে আসছে। সময়ের সাথে সাথে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের আকর্ষণীয় ফিচার মানুষকে করে তুলেছে আরও সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংমুখী। ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্ট্রাগ্রাম, টুইটার প্রভৃতির মাধ্যমে বর্তমানে যুব সম্প্রদায় তাদের অনেকটা সময় অতিবাহিত করছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আধুনিক বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার আজকের যুব সমাজকে অপরাধপ্রবণ করে তুলছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটকে সব পেয়েছির দেশ হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ-সহ অন্যান্য সমাজবিরোধী কাজের জন্য এই মাধ্যমকে ব্যবহার করছে তারা। কখনো ব্যাঙ্কের গ্রাহকের গোপন কোড জেনে টাকা আত্মসাৎ করছে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষ ঠকাচ্ছে কিংবা কাউকে কলঙ্কিত করতে মিথ্যা প্রচার করতে ব্যবহার করছে এই মাধ্যম। সত্যতা বিচার না করেই বিভিন্ন রকম তথ্য পোস্ট বা শেয়ার করছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে। যার থেকে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের যুব সমাজ এই সাইট ব্যবহার করে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে উঠছে। সাময়িক তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মানবিক মূল্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। অ্যাচিভার্স

দেশের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশ অনেকটাই যুব সমাজের ওপর নির্ভরশীল। তাই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ভয়ানক জালে না জড়িয়ে সেটিকে সমাজের কল্যাণকর কাজে ব্যবহারে উদ্যোগী হতে হবে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের সুফল যাতে মানুষ ব্যবহার করতে পারে তার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদেরও নিতে হবে। যুবসমাজকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে সমাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। মানবিকবোধ জাগ্রত করে, সুস্থ মানসিক স্থিতি তৈরি করেই যুবসমাজের মধ্যে থেকে এই অপরাধপ্রবণতা কমিয়ে আনা সম্ভব।

৪. (ক) অশুদ্ধি সংশোধন করুন। অ্যাচিভার্স

প্রতিযোগিতা, সমীচীন, গীতাঞ্জলী, প্রতিদ্বন্দ্বী, আপাদমস্তক।

(খ) এক কথায় প্রকাশ করুন।

যাহার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না– অমূল্য।
কন্যা নাই এমন পুত্রিকা— অপুত্রিকা।
ইন্দ্রকে জয় করেছেন যিনি– ইন্দ্রজিৎ
ময়ূরের ডাক– কেকা।
দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ— গোধূলি।

(গ) নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রবচনের সাহায্যে সার্থক বাক্য রচনা করুনঃ

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট— প্রয়োজনের থেকে বেশি লোভ করলে– অতি লোভে তাঁতি নষ্ট হয়।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা— একদিকে প্রাকৃযতিক দুর্যোগে আমার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, তার ওপর আবার তুমি আমার কাছে টাকা ধার চাইতে এসেছ, কাটা ঘায়ে। অ্যাচিভার্স

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি—আমায় দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়ার পর এখন তুমি আমায় বলছ তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না, এ তো দেখছি কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালে পাজি। অ্যাচিভার্স

ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়– কারুর প্রতি দুর্ব্যবহার করলে বিনিময়ে অন্তত কিছুটা খারাপ ব্যবহার পেতে হয়, কথায় আছে ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়।

ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়—গ্রামের সামান্য চোর ধরতে সমস্ত গ্রামবাসী নাকল হয়ে গেল এ তো দেখছি ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।

★★★